দৈনিক জনকণ্ঠ
নীতির প্রশ্নে আপোসহীন

Date: 07.06.2016 Page:14

বন্যা- খরা সহনশীল পাঁচ জাতের ধান উদ্ভাবন

স্টাফ রিপোর্টার, গাজীপুর ॥ লবণাক্ততা, আকস্মিক বন্যা, খরা ও ঠান্ডাপীড়িত এলাকায় ধান উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে গত পাঁচ বছরে ধানের পাঁচটি জাত উদ্ভাবন করেছে ইন্টিগ্রেটেড এ্যাগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি প্রজেক্ট- ব্রি কম্পোনেন্ট (আইএপিপি-ব্রি কম্পোনেন্ট)। উদ্ভাবন করা হয়েছে নয়টি ফসল ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি। ফলে প্রকল্প এলাকায় ব্রিডার বীজ উৎপাদনের সক্ষমতা বেড়েছে। এছাড়া শীঘ্রই খরা, বন্যা ও ঠান্ডা সহনশীল আরও উন্নত ধানের জাত উদ্ভাবন করা হবে, যেগুলোর অগ্রগামী কৌলিক সারিসমূহ ইতোমধ্যেই উদ্ভাবন করা হয়েছে। সোমবার গাজীপুরের বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত আইএপিপি- ব্রি অঙ্গের সমাপনী কর্মশালায় এসব তথ্য তুলে ধরা হয়। কর্মশালায় কৃষি বিজ্ঞানীরা জানান, বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের আকস্মিক বন্যা, খরা ও ঠান্ডাপীড়িত রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী- এ চারটি জেলায় এবং জোয়ার-ভাটা ও লবণাক্ততাকবলিত বরিশাল অঞ্চলের ঝালকাঠি, বরিশাল, বরগুনা, পটুয়াখালী- এ চারটি জেলার ধান উৎপাদন বৃদ্ধি করার মূল উদ্দেশ্যে আইএপিপি-ব্রি কম্পোনেন্ট থেকে প্রকল্পের সহযোগিতায় গত পাঁচ বছরে ধানের পাঁচটি জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। উদ্ভাবিত জাতগুলো হলো- ব্রি ধান৬১, ব্রি ধান৬২, ব্রি ধান৬৫, ব্রি ধান৬৬ এবং ব্রি ধান৬৭। এছাড়াও নয়টি ফসল ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। ফলে প্রকল্প এলাকায় ব্রিডার বীজ উৎপাদনের সক্ষমতা বেড়েছে।বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) মহাপরিচালক ড. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাসের সভাপতিত্বে ওই কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএডিসি) চেয়ারম্যান নাসিরুজ্জামান। বিশেষ অতিথি ছিলেন- আইএপিপি'র উপ-প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব) হেমায়েত উদ্দিন, এফএও-এর বাংলাদেশ প্রতিনিধি মাহমুদ হাসান, ব্রি'র পরিচালক (প্রশাসন ও সাধারণ পরিচর্যা) ড. শাহজাহান কবীর এবং পরিচালক (গবেষণা) ড. আনছার আলী। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আইএপিপি- ব্রি কম্পোনেন্ট'র প্রকল্প ব্যবস্থাপক এবং ব্রি'র উর্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. আবদুল কাদের।

যুগান্তর
THE DAILY JUGANTOR

Date:07.06.2016 page:17

গাজীপুরে কর্মশালা

পাঁচটি ধানের জাত উদ্ভাবন

গাজীপুর প্রতিনিধি

ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি প্রজেক্ট-ব্রি কম্পোনেন্ট থেকে গত পাঁচ বছরে ৫টি ধানের জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। উদ্ভাবিদ ধানগুলো হচ্ছে ব্রি ধান৬১, ব্রি ধান৬২, ব্রি ধান৬৫, ব্রি ধান৬৬ এবং ব্রি ধান৬৭। এছাড়া ৯টি ফসল ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। ফলে প্রকল্প এলাকায় ব্রিডার বীজ উৎপাদনের সক্ষমতা বেড়েছে। গাজীপুরের ব্রি মিলনায়তনে আইএপিপি-ব্রি অংগের সমাপনী কর্মশালায় এসব তথ্য তুলে ধরা হয়। ব্রি মহাপরিচালক ড. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাসের সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান নাসিরুজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপ-প্রকল্প পরিচালক (আইএপিপি) হেমায়েত হুসেন, এফএও'র বাংলাদেশ প্রতিনিধি মাহমুদ হাসান, ব্রি পরিচালক (প্রশাসন ও সাধারণ পরিচর্যা) ড. শাহজাহান কবীর এবং পরিচালক (গবেষণা) ড. আনছার আলী। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক (আইএপিপি-ব্রি কম্পোনেন্ট) এবং ব্রির উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. আবদুল কাদের।